"শুধু থাক স্মৃতি তার"

শ্রীহরিনারায়ণ ভট্টাচার্য্য
দ্বিতীয় বর্ষ—সাহিত্য।

চামেলীর সুরভিত আনত শাখায়,
ওঠে ওই গুঞ্জরিয়া মধুকর আসি ;
তরুণ আবেশ ভরা, সোণালী উষায়,
মলিন ধরণী পুনঃ উঠিয়াছে হাসি'।
মুখরিত বন শাখা বিহগের গানে,
সুনীল আকাশে ভাসে শুভ্র মেঘদল।
তপন প্রিয়ার লাগি' কি বারতা আনে,
সরসীতে উঠে হাসি' ওই শতদল।

এমন পুলক-ভরা নিরমল প্রাতে
কেন হায়, আসে জল মোর আঁখিপাতে ?
সে যে আছে পরদেশে, মোরে নাহি চায়,
তবু কেন ব'সে আছি বিফল আশায়।
ডাকিব না তারে কভু মোর দুঃখে সুখে,
শুধু থা'ক স্মৃতি তার জেগে মোর বুকে।

শেষে সে মেয়েটী আমার বুকের সবটাই দিগ্বিজয়ী বীরের মত দখল করে নিলে, আমার রোজের কাজ হ'য়ে পড়ে কলেজ ফেরৎ সে মেয়েটীকে ফল কিনে বাবার কাছে পৌছান। তার সেবা করা.....দিনের পর দিন গড়িয়ে চলে। হঠাৎ একদিন থম্‌কে দাঁড়াই পথে। একি ? "মণি কৈ ?" মণি সেই মেয়েটীর নাম। দেখলাম মণি নেই আছে তার শীর্ণ জীর্ণ বাবা পথের মাঝে শুয়ে হাতে দু'টী আধ পয়সা। কাছে এগিয়ে গেলাম আমি ঝুঁকে পড়ে বললাম "তুমি এখানে ? মণি কৈ ? বড় বড় চোখ দু'টো তার কোঠর থেকে বেরিয়ে এল, দু'ফোঁটা অশ্রু ভাঙ্গা চোয়ালের মাঝে গড়িয়ে এল। মুখের কাছে কাণ নিয়ে গেলাম, শুন্‌লাম যে স্নানের সময় সে ডুবে মরে গেছে। আর তার বাবাকে দিয়ে গেছে এখানে এক ভিখারী বন্ধু। দপ্‌ ক'রে বেদনার আগুন আমার বুকটায় জ্বলে উঠ্‌ল। চোখের জল কাপড়ের খোটে অনেক মুছতে চেষ্টা করলাম কিন্তু শুধু আমার কাপড়ই ভিজলো চোখ শুখাল না। হাতের পর তার আধলা দু'টী বৃথায় উপহাস ক'রছিল, তাকে কিছু আঙ্গুর কিনে খাইয়ে হাসপাতালে পাঠালাম।

শেষে একদিন সেও তার মণিমায়ের পায়ের ছাপে পা মিলিয়ে জগতের কাছে বিদায় নিলেন। আমরা কয়জন কলেজের বন্ধু মিলে তাকে ফুলের মাঝে সাজিয়ে নিয়ে গেলাম নিমতলা।

চিতার আগুন ধূ ধূ ক'রে শূন্যের পানে নাচতে নাচ্‌তে শেষে মিলিয়ে গেল। কিন্তু আমার বুকের আগুন মিলায় কৈ ?